নিজের উদ্যোগ ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয়— নির্মল বিশ্বাস
দ্বিতীয় পাতায়...
সুন্দরবনের নদী-গাং-খাল— অজয় মজুমদার
দ্বিতীয় পাতায়...
তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্মেলন
তৃতীয় পাতায়...
মিলন সংঘের ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন গাইঘাটা
চতুর্থ পাতায়...

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 48 ❑ 16 Feb., 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

অবশেষে তৈরী হতে চলেছে উড়ালপুল, মিটবে যানজট সমস্যা আশায় বনগাঁবাসী

জয় চক্রবর্তী ঃ যশোর রোডের দু-পাশে থাকা প্রাচীন গাছ কেটে উড়ালপুল তৈরির বিষয়টি আইনি জটিলতায় দীর্ঘদিন থমকে ছিল। দিন কয়েক আগে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, যশোর রোডে উড়ালপুল তৈরির জন্য ৩৫৬ টি গাছ কাটা যাবে। এই খবরে খুশি বনগাঁর সাধারণ মানুষ।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, "বনগাঁ শহরের এক নম্বর রেলগেট এলাকায় কয়েক বছর আগে কেন্দ্র ও রাজ্যের পক্ষ থেকে যশোর রোডে একটি উড়ালপুল তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বনগাঁ থেকে বারাসাত পর্যন্ত মোট পাঁচটি উড়ালপুল তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ওই কাজের জন্য গাছ কাটার কাজও শুরু হয়। এরপরই আসরে নামে বৃক্ষপ্রেমীরা। তারা রাস্তায় বসে হাতে মোমবাতি জ্বালিয়ে, কবিতা, গান নাটকের মাধ্যমে গাছ কাটার বিরোধিতা করে। মানব অধিকার সংগঠন এপিডিআর এর পক্ষ থেকে গাছ কাটা বন্ধ করবার আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়। তারপর থেকেই আইনি জটিলতার কারণে গাছ কাটার কাজ থমকে

রয়েছে। এবার সেই কাজ শুরু হবে বলে মনে করছেন বনগাঁর মানুষ।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সংকীর্ণ যশোর রোডের কারণে প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা। রাস্তায় বেরিয়ে যানজটে নাভিশ্বাস ওঠে শহরের মানুষের। গোদের উপর বিষ ফোড়ার মতন যশোর রোডের পাশের গাছের ডাল ভেঙে পড়ে মৃত্যু ও জখমের ঘটনা ঘটছে নিয়মিত। বাসিন্দারা পথ অবরোধ করে গাছ কাটার আবেদনও জানিয়েছিল আগে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর বনগাঁর মানুষ মনে করছে, এবার হয়তো দ্রুত উড়ালপুল নির্মাণের কাজ শুরু হবে। এ বিষয়ে বৃক্ষ প্রেমী মানবাধিকার কর্মী দেবাশীষ রায়চৌধুরী বলেন, "গাছ কাটার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আমাদের মানতে হবে। কিন্তু একটি গাছ কাটলে পাঁচটি গাছ লাগাতে হবে সেই নির্দেশ মানার বিষয়টি দেখতে হবে। আশেপশের মানুষের পুর্নবাসন হলেও পাখি কাঠবিড়ালি এবং বিভিন্ন প্রজাতির জীব জন্তুর বাসস্থানের কী হবে!

বনগাঁ এপিডিয়ার এর সম্পাদক অজয় মজুমদার বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আমাদের সবাইকে মেনে চলতে হবে। একটি মামলায় আমাদের হার হলেও মূল মামলাটি এখনো বিচারাধীন রয়েছে। এই ঘটনায় খুশি রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা। বনগাঁর বিজেপি কাউন্সিলর দেবদাস মন্ডল বলেন, গাছ বহু মানুষের প্রাণ নিয়েছে। যশোর রোড দিয়ে পেট্রাপোল বন্দরে ব্যবসার ক্ষেত্রে খুব সমস্যা হয়। খুবই ভাল হবে। বনগাঁর পৌর প্রধান গোপাল শেঠ বলেন, এর ফলে গাছের ডাল ভেঙে মানুষের মৃত্যু বন্ধ হবে। শহরের যানজট কমবে। কলকাতায় দ্রুত যাতায়াত করা যাবে। পেট্রাপোল বন্দরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ট্রাক আসে। যানজটে নাকাল হতে হয় তাঁদের।

মদ্যপ অবস্থায় ব্যবসায়ীর বাড়িতে ঢুকে টাকার দাবী, মারধোরের অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

প্রতিনিধি ঃ মদ্যপ অবস্থায় লোকজন নিয়ে গিয়ে তৃণমূল কর্মী এক ব্যবসায়ীকে ধাক্কাধাক্কি, গালিগালাজ ঠেলাঠেলির ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি সভাপতি নারায়ণ ঘোষের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, শনিবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ লোকজন নিয়ে কালিদাস সাহা নামে বনগাঁর কোড়ারবাগান এলাকার এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে চড়াও হন নারায়ণ বাবু। সেখানেই তাকে হুমকি ধাক্কাধাক্কি দেওয়া হয়। রবিবার বনগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার পর কালিদাসবাবু অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রথমে তাকে বনগাঁ হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবারের সদস্যরা। কালিদাস বাবু অসুস্থ অবস্থায় বর্তমানে কলকাতার অ্যাপেলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

কালিদাস বাবুর দাদা মন্টু সাহা এবং কালীবাবুর স্ত্রী মিঠু সাহা বলেন, "নারায়ণ বাবু লোকজন নিয়ে বাড়িতে এসে মহিলাদের সামনে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে। টাকার দাবি করে কালি বাবুর কাছে। তাকে ধাক্কা মারে। পড়ে গিয়ে তার বুকের পেস মেকারে আঘাত লাগে। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। অভিযোগ অস্বীকার করে নারায়ণ ঘোষ বলেন, বিজেপির ইন্ধনে আমাকে কালিমা লিপ্ত করতে এই মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। কালিদাস বাবুই আমাকে বাড়িতে ডেকেছিল। কোন হুমকি মারধর ঠেলাঠেলি কিছুই করা হয়নি। উনি আগে থেকেই অসুস্থ।

ভার্চুয়ালি সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ ৯ ফেব্রুয়ারী সারা রাজ্যের সাথে গাইঘাটা ব্লকে ও অনুষ্ঠিত হল রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান। এদিন মধ্যাহ্নে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী হাওড়া জেলার পাঁচলায় তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারের উন্নয়নের পথে ১১ বছর উপলক্ষে শিলান্যাস ও একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা হাওড়ার অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ভার্চুয়ালি

শিল্যান্যাস ও বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান শুরু করার পরই রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রতিটি ব্লকে ও সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী ব্যানার্জী এদিন আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের পূর্বে আরও কিছু উন্নয়ন মূলক প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন।

গাইঘাটা ব্লকের চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি স্কুলের সোনারতরী মঞ্চে বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের কণ্ঠে আগুনের এই পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে সংগীতের মধ্য দিয়ে পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ মহকুমা আদালতের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দীপঙ্কর রায়, গাইঘাটার বিডিও সঞ্জয় সেনাপতি, জয়েন্ট বিডিও কার্তিক রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোবিন্দ দাস, সহ সভাপতি ইলা বাক্চি, কর্মাধ্যক্ষ তাপসী ঘোষ, রাজশ্রী গুহ, শ্যামল সরকার, সুব্রত সরকার ও মতুয়া উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান মমতা ঠাকুর, গাইঘাটা থানার ওসি বলাই ঘোষ প্রমুখ।

স্বাগত ভাষণে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে কর্মসূচীর সাফল্যকামনা করেন বিডিও সঞ্জয় সেনাপতি। সভাপতি গোবিন্দ দাস মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে অভিনব বলে মন্তব্য করেন। বনগাঁর প্রাক্তণ সাংসদ ও মতুয়া উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ার পার্সন মমতা ঠাকুর তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাংলা সারা দেশকে পথ দেখায়, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আগামী দিনেও পথ দেখাবে।

এদিন মঞ্চ থেকে ব্লকের কয়েকজন বাসিন্দাকে বিধবাভাতা, খাদ্যসাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, তপশিলী শংসাপত্র, কৃষকবন্ধু, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, ঐক্যশ্রী, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, মানবিক এবং সবুজসাথী প্রকল্পে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে নতুন সাইকেল তুলে উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। ব্লকের সমাজ

তৃতীয় পাতায়...

সরকারি জমি দখল করে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে

প্রতিনিধি ঃ কিষাণ মান্ডির সামনের সরকারি জমি দখল করে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ উঠল। বাগদা থানার বাগদা কিষাণ মান্ডি এলাকার ঘটনা। বাগদার প্রাক্তণ বিধায়ক দুলাল বর বাগদা ব্লক অফিসে উল্লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

দুলাল বাবুর অভিযোগ, তৃণমূলের বাগদা অঞ্চল সভাপতির নেতৃত্বে এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতারা জমির দখল করে বিল্ডিং তৈরি করে বিক্রি করে মোটা টাকা ইনকামের পরিকল্পনা করেছে। যদিও দুলাল বাবুর অভিযোগ অস্বীকার করেছে বাগদা অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি সঞ্জীব সর্দার। সঞ্জীব সর্দার বলেন, "কোন দোকানদার কোথায় কি দোকান করছে তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক বা আমাদের দলের কি সম্পর্ক? আমি আদিবাসী ঘরের মানুষ আর আদিবাসী মানুষদের বিরোধীরা ভয় পাচ্ছে। দুলাল বাবু জনগণ বিচ্ছিন্ন। উনি বিজেপি করেন, তাই আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বদনাম করছে।" এই ঘটনা নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে বিজেপি।

স্থানীয় মাধ্যমে জানা গিয়েছে, বাগদা কিষান মান্ডির সামনে বনগাঁ বাগদা সড়কের পাশে পিডব্লিউডি'র কয়েক কাঠা নিচু জমি রয়েছে। তাঁর সামনে রয়েছে কয়েকটি দোকান। নিচু জায়গাটি এলাকার জল নিকাশির একমাত্র মাধ্যম। অভিযোগ, ওই নিচু জায়গা দখল করে নির্মাণের কাজ চলছে এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতাদের মদতে। পরবর্তিতে তা চড়া দামে বিক্রি করছে বাগদা অঞ্চল সভাপতি। দুলাল বর বলেন, 'এ বিষয়ে বাগদা ব্লক অফিস ও বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে লিখিতভাবে জানিয়েছে। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❐ সংখ্যা ৪৮ ❐ ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

কার্টুনের ১৫০ বছরের ইতিহাস এবং রূপান্তর

বাংলা শিল্প ও সাহিত্যের আঁতুড়ঘর হল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। কার্টুন শব্দটি এসেছে ইতালীয় 'কারতন' শব্দ থেকে। মূলত এই শব্দ থেকেই কার্টুন শব্দের উৎপত্তি। কার্টুনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় কত গভীর এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে ওই রসের প্রকাশ দেখতে পাই প্রাচীন নাটকে ও ভাস্কর্যে। বাঙালি শিল্পে, সাহিত্যে, গানে, বিজ্ঞানে উন্নত হলেও এই শিল্পকে তেমন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারেনি। তবু বলা যায়, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অবন ঠাকুরের হাত ধরে এই শিল্পের পথ চলা শুরু।

বাঙালিকে যদি কেউ সত্যি সত্যি এডিটোরিয়াল কার্টুনের স্বাদ দিয়ে থাকেন তবে তিনি হলেন প্রফুল্ল চন্দ্র লাহিড়ী ওরফে পিসিএল। উনার বিশ্লেষণের ধার এতটাই ধারালো ছিল যে, সেই সময় সমাজে হাসতে হাসতে হুল ফোটাতেন। কাফি খাঁ, পিসিএল একই আর্টিস্ট ছদ্মনামের আড়ালে যুগান্তর, অমৃতবাজার পত্রিকার পাতায় পাঠকদের জমিয়ে রাখতেন। সে সময় মানুষ মুখিয়ে থাকতেন জনপ্রিয় কার্টুন দেখতে। বাংলা কার্টুন জগৎ বাঙালিকে কেবল সেই সময় নয়, আজও রসেবসে ডুবিয়ে রেখেছেন, তিনি হলেন সুকুমার রায়। শুধু ছবি আঁকা নয়, তাঁর ক্যারিকেচার ছিল বিশ্ব মানের। যারা বাংলার বুকে স্থান করে নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম চন্ডী লাহিড়ী, অমল চক্রবর্তী, রেবতী ভূষণ, এস কুট্টি প্রমুখ। ১৫০ বছরে পা কার্টুনের। বর্তমানে এসে গেছে মুঠো খবরের দিন। নিশ্চিত— বাঙালি মুঠো ভরে ছড়িয়ে দেবে তার হাস্যরস সারা দুনিয়ার বুকে।

নিজের উদ্যোগ ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয়

উদ্যোগী পিতামহ, ধার্মিক পিতার কনিষ্ঠ সন্তান কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ দুটো ধারাই পেয়েছিলেন। তাঁর চিন্তা-ভাবনা, প্রতি মুহূর্ত আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। ধর্ম মানুষের জন্য, তাই মানুষের ধর্ম তার একটি বিষয় হয়ে উঠেছে। তিনি সারা পৃথিবী ঘুরেছেন, মানুষের জীবনকে খুটিয়ে খুটিয়ে বিচার করেছেন, চিঠিতে, কথায় এবং বিভিন্নভাবে আমাদের মঙ্গলার্থে তা তুলে ধরেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, মানুষ যখন যন্ত্রের দাস হয়ে পড়ে, তখন সুখের চেয়ে অসুখের পাল্লা ভারি হয়ে ওঠে। বড় শিল্পগুলিকে তিনি উগ্র জাতীয়তাবোধের মতো ঘৃণা করতেন। ব্যাপক হারে যান্ত্রিক উৎপাদন মানুষকে ভোগমুখি করে তোলে এবং তার বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। তিনি ভোগপণ্যকে নিয়মিত পরিমাণে ব্যবহার করে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করুক তাই চাইতেন। সেই অতীত ইতিহাস ঘেটে লিখেছেন— **নির্মল বিশ্বাস।**

এক সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অল্প কিছুদিন ব্যবসা করেছিলেন। কথাটা শুনে হয়তো অনেকেরই অবাক হবার কথা। কেননা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তো মুক্ত পুরুষ। তিনি ব্যবসার কথা ভাববেন কেন ? কবিগুরু যখন কুষ্টিয়াতে, তখন তিনি সেখানে একটা অফিস খুলেছিলেন পাটের ব্যবসা করার জন্য। এই ব্যবসাতে তিনি কিছুদিন যুক্ত ছিলেন। লাভের টাকা দিয়ে পুরীতে একটা বাড়ি কিনেও ফেলেন। পরে অবশ্য বাড়িটা বিক্রি করে দেন শান্তি নিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রমের খরচ চালানোর জন্য। তাঁর এই ব্যবসা করার মূলে ছিলেন পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ। কবিগুরুর পিতামহ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) কবিগুরুর জন্মের প্রায় পনেরো বছর আগে মারা যান। প্রিন্স-এর ব্যবসার অভিজ্ঞতা বা সে সময়ে একজন চাকরিজীবীর নিশ্চিত নিরাপত্তা ছেড়ে ব্যবসায় এগিয়ে যাওয়ার দুঃসাহস-এর পারিবারিক ইতিহাস শুনেছিলেন অন্য কারও একজনের মুখে।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর চাকরি ছাড়েন (১৮৩৪ খ্রিঃ)। তিনি এক সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শুল্ক লবন ও অফিস বোর্ডের দেওয়ান ছিলেন। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর। তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবেন বলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে ইস্তফা দেন। সে সময় তাঁর পরিপূর্ণ সংসার। সংসারের ব্যয়ভার অনেক, তা সত্ত্বেও নিজের ইচ্ছে ঘোড়ার চেয়ে ছুটে চলেন। চাকরিতে যুক্ত থাকাকালীন তিনি একটি বেসরকারি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের তিনি ছিলেন অন্যতম অংশীদার ও পরিচালক। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন বিমা শিল্পেরও। এ ব্যাপারেও নিজে উদ্যোগ নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, শুধু তাই নয়, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভারতবর্ষের মতো গরীব দেশে বিমা শিল্পের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনা। বিমা ও ব্যাঙ্ক শিল্পের অগ্রগতিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে সচেতন করে তোলা এবং ১৮৩৪ সালে সরকারি বিমা কোম্পানি স্থাপনের উদ্যোগ শুরু হয়। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তখন এর বিরোধিতা করেন এবং শেষ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডয়া কোম্পানি সরকার এই বিমা শিল্প প্রতিষ্ঠার ইচ্ছে থেকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। এই সাফল্য দ্বারকানাথকে একটা অন্য মর্যাদা এনে দিয়েছিল। ১৮৩৩ সালে সরকারি যে সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সেই ব্যাঙ্কের প্রথম আমানতকারী।

চলবে...

নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

সুন্দরবনের নদী-গাং-খাল

অজয় মজুমদার

সুন্দরবন হল নদীমাতৃক ব-দ্বীপ অঞ্চল। এই অঞ্চলে বিভিন্ন ছোট বড় নদী জালের মত বিস্তৃত ও এই জালের মতো নদীর অংশগুলি পশ্চিমবঙ্গের ম্যাপে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলের নদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইছামতি, মাতলা, বড়তলা, ঠাকুরান, সপ্তমুখী, বিদ্যাধরী, রায়মঙ্গল, কালিন্দি, হাতানিয়া- দোয়ানিয়া প্রভৃতি। এইসব নদীগুলি প্রকৃত পক্ষে হুগলি নদীর শাখা ও প্রশাখা নদী হিসেবে পরিচিত।

রায়মঙ্গল নদী ভারত ও বাংলা দেশের আন্ত: সীমানার নদী। এই নদীটির বাংলাদেশ অংশের দৈর্ঘ্য ৬২ কিলোমিটার, এবং প্রস্থ বা চওড়া ২২৬৫ মিটার। নদীর প্রকৃতি সর্পিলাকার। প্রাচীনকালে গঙ্গা নদীর মূল প্রবাহ সমুদ্রে পড়তো। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী নদী যদিও এ সময় গঙ্গার শাখা-প্রশাখা পদ্মা দিয়ে মাঝারি ধারার একটি প্রবাহ মেঘনা নদীর সঙ্গমে বঙ্গোপসাগরে পড়ে ও তবে পদ্মার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ব্রহ্মপুত্রের।

সুন্দরবন অঞ্চলে খাল, গাং ও নদী মালা আছে প্রায় দুই শতাধিক। ১৭৭ টি গাং ও নদীর নাম জানা যায়। অল্প কয়েকটি নাম দিলাম— দোবোকি, ডাংমারি, বাকিরখাল, ডোমারখালি,ফিরিঙ্গি, বেকারদোনে, দক্ষিণচরা, কানাইকাঠি, তালতলি, দাইরগাং ইত্যাদি । সুন্দরবনে প্রবেশের আগে সিবাসা নদী, ভদ্রা নদী হয়ে পশুর নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মালঞ্চ

নদীকে সুন্দরবনের বাইরে চুনের নদীও বলা হয়। এই নদীটি সুন্দরবনে প্রবেশের আগে ইছামতি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। আবার কদমতলী দিয়ে মালঞ্চ নদী সুন্দরবনে প্রবেশ করেছে। ভারত ও বাংলাদেশের সুন্দরবনের সীমানা চিহ্নিত হয়েছে কালিন্দী নদী দিয়ে।

ক্যানিং মহকুমায় নগরায়নের মাত্রা খুবই কম। জনসংখ্যায় মাত্র ২২.৩৭ শতাংশ শহরে বাস করে এবং ৮৭.৬৩ শতাংশ গ্রামীণ এলাকায় বাস করে। সুন্দরবন জাতীয় উদ্যানের সীমানা এবং এর একটি বড় অংশ সুন্দরবনের বসতি গুলির একটি অংশ। এটি দক্ষিণ বিদ্যাধরী সমতল ভূমির একটি সমতল নিচু এলাকা। মাতলা নদীর অনেকগুলি স্রোত বা জলপ্রবাহ রয়েছে যা স্থানীয়ভাবে খাল নামে পরিচিত।

ঝড়খালিতে কোস্টাল থানা গুগুল ম্যাপে চিহ্নিত। জায়গাটি লট নাম্বার ১২৬ হিসাবে দেখানো হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা আদমশুমারি হ্যান্ডবুকের ৭৭৩ পৃষ্ঠায় বাসন্তী সিডি ব্লকের মানচিত্রে হেড়োভাঙ্গা সংরক্ষিত বনের কাছাকাছি দেখানো হয়েছে। সোনাখালী ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ক্যানিং মহকুমার বাসন্তী সিডি ব্লকের একটি গ্রাম।

ঝড়খালিতে রাজ্য সড়ক-৩ (স্থানীয়ভাবে বাসন্তী হাইওয়ে হিসাবে জনপ্রিয়) সঙ্গে সংযুক্ত করে। হেড়োভাঙ্গা-ঝড়খালিতে (পোস্ট ঝড়খালি বাজার)একটি ৬ টি শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে ।

সুন্দরবনের নেতিধোপানি ওয়াচ টাওয়ার : — সুন্দরবন জাতীয় অরণ্যের বাফার এবং কোর এরিয়ার প্রান্তে এই ওয়াচ টাওয়ার অবস্থিত ও কিন্তু এখন শুধুমাত্র নেতিধোপানি পর্যটনে সীমাবদ্ধ। এই টাওয়ার হল বেহুলা এবং লখিন্দরের কিংবদন্তির সঙ্গে জড়িত। কিংবদন্তি আছে যে, বেহুলা তার মৃত স্বামীর সঙ্গে নৌকায় তার শেষ যাত্রায় নেতিধোপানি নামে পরিচিত পাড় দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন একটি মজার জিনিস দেখেছিলেন। একজন মহিলা কাপড় ধুচ্ছিলেন এবং একটি শিশু তাকে ক্রমাগত বিরক্ত করছিল। বিরক্ত হয়ে শিশুটির গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়। তারপর শিশুটি ঘুমিয়ে পড়ে বা অজ্ঞান হয়ে যায় এবং পরে মন্ত্র উচ্চারণ করে তাকে জীবিত করে। বেহুলা তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত নেয় যে, এই মহিলাই তার স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে পারে। বেহুলা নৌকাটি তীরে নিয়ে যান এবং ওই ধোপানিকে (নেতিধোপানি) তাকে মন্ত্র শিখিয়ে দিতে বলেন। লখিন্দরকে ফিরিয়ে আনতে এই মহিলার ভূমিকা ছিল অনন্য। প্রকৃতপক্ষে বেহুলা এই ঘাট থেকেই স্বর্গে পৌঁছেছিল। আজ এই ওয়াচ টাওয়ার টি ৪০০ বছরের পুরনো শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের একটি দৃশ্য দেখায়, যা জনপ্রিয়ভাবে নেতিধোপানি মন্দির নামে পরিচিত। অনেক মানুষ বিশ্বাস করেন যে, বনের ডানদিকে একটি রাস্তা রয়েছে যা রাজা প্রতাপাদিত্য উপকূলীয় এলাকার রক্ষার জন্য তৈরি করেছিলেন।

নেতিধোপানি মন্দিরে এবং এর আশে পাশে প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পোড়ামাটির জিনিসপত্র। এই অঞ্চলে একটি মিষ্টি জলের পুকুরও রয়েছে। ওয়াচ টাওয়ারে কুড়িজন মানুষ একসঙ্গে উঠে দেখতে পারেন।

নেতিধোপানি যাওয়ার জন্য বিশেষ অনুমতি নিতে হবে। সেই অনুমতি পাওয়া যাবে সজনেখালি ইকো ট্যুরিজম রেঞ্জ থেকে। ভাড়া করা নৌকা বা সজনেখালী থেকে চার ঘণ্টার মধ্যে নেতিধোপানি পৌঁছানো যায়। নেতিধোপানিতে রাতে থাকার কোন ব্যবস্থা নেই। পর্যটকদের ১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। এরপর তাদের ক্যাম্প ও বনাঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে হয়।

প্রতিদিন নেতিধোপানি ওয়াচ টাওয়ার দেখার জন্য মাত্র ১২টি নৌকা / লঞ্চের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই অনুমতি আগে থেকে দেওয়া হয় না। শুধুমাত্র ভ্রমণের দিন আগে আসলেই পাওয়া যাবে।

নেতিধোপানি প্রশস্ত নদী এবং খুব সুন্দর খাঁড়ি দিয়ে যাত্রা শুরু করা হয়। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নদীগুলো ছিন্ন -ভিন্ন হয়ে যায়। তাই অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত দেখার সেরা সময়। নেতিধোপানি সুন্দরবনের বড় আকর্ষণ।

পর্যটকরা ইন্ডিয়া বীকন দ্বারা পরিচালিত নেতিধোপানি টুরে যোগ দিতে পারেন। কল করতে পারেন— + ৯১-৯৯০৩২৯৫৯২০' দোবাঁকি ওয়াচ টাওয়ার :— এটি সুন্দরবনের একটি উল্লেখযোগ্য ওয়াচ টাওয়ার। সুন্দরবন গেলেই তারা দোবাঙ্কি ওয়াচ টাওয়ার এবং ক্যানোপি ওয়াক দেখার চাহিদা বেশি। দোবাঙ্কি ওয়াচ টাওয়ার সুন্দরবন টাওয়ার রিজার্ভের এমনই একটি ওয়াচ টাওয়ার এর আশেপাশে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের উপস্থিতি রয়েছে বহু সংখ্যক। অবশ্য পশুরাজের দেখা মিলবে এমন কোন কথা নেই।

দোবাঙ্কি ক্যানোপি হাঁটা পথে প্রায় আধা কিলোমিটার দীর্ঘ, ৪৯৬ মিটার সুনির্দিষ্ট এবং মাটি থেকে প্রায় ২০ ফুট উচ্চতায় একটি করে ফ্লাইওভারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ১২ ফুট উঁচু পাশ দিয়ে বেড়ার গ্রিল এবং একটি ছাউনি আকারে শক্তিশালী জাল যা বন্যপ্রাণীদের থেকে পর্যাটকদের রক্ষা করতে পারে। এখানেও ক্যাম্পের মত মিষ্টি জলের পুকুর রয়েছে। দোবাঙ্কি ক্যাম্প, দেবাঙ্কি ওয়াচ টাওয়ার এবং দোবাঙ্কি ক্যানোপি হাঁটা ছাড়া সুন্দরবন ঘেরা অসম্পূর্ণ। এখানেই ঝড়খালি থেকে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া যায়।

তরুণীকে খুনের অভিযোগে ধৃত স্বামী ও শাশুড়ি

প্রতিনিধি ঃ গৃহবধূকে মারধর করে খুনের অভিযোগ উঠল তার স্বামী ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে। পুলিশ দুজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের নাম শুভম বিশ্বাস ও ধৃত শাশুড়ি মুক্তি বিশ্বাস। বনগাঁ থানার পাইকপাড়া এলাকার ঘটনা। মৃত গৃহবধূর নাম মাম্পি মন্ডল (২০)। তাঁর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছিল। সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক মাস আগে পাইকপাড়ার শুভমের সঙ্গে কুঠিবাড়ির বাসিন্দা মাম্পির বিয়ে হয়েছিল। অভিযোগ বিয়েতে যৌতুক হিসেবে আলমারি সোনার গহনা দেওয়া হয়েছিল। তারপরেও শ্বশুরবাড়ি থেকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হতো। ১০ তারিখ সন্ধ্যায় মাম্পি বাবাকে ফোন করে জানায়, শাশুড়ি ও স্বামী মিলে তাকে মারধর করছে। এখনই যেন তাকে সেখান থেকে নিয়ে যায়। মাম্পির বাপির বাড়ির লোকজন শুভমের বাড়িতে গিয়ে মেয়েকে উদ্ধার করে বনগাঁ হাসপাতালে ভর্তি করে। রবিবার দুপুরে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। মাম্পির বাবা অসীম মন্ডল বনগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সোমবার সকালে ধৃতদের বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠালে বিচারক ধৃত স্বামীকে পুলিশি হেফাজত ও শাশুড়িকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৮৯১৮৭৩৬৩৩৫

অশ্লীল ভাষায় মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর, সমালোচনা তৃণমূলের

প্রতিনিধি ঃ অশ্লীল ভাষায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা বনগাঁ লোকসভার সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। রবিবার দুপুরে তিনি গিয়েছিলেন বাগদার আউল ডাঙ্গায়। ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে দুর্নীতি, আবাস যোজনায় দুর্নীতি এবং হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুর সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে সেদিন বিজেপি সভা করে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শান্তনু বাবু। নিজের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রীর নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে শান্তনু বাবু বলেন, "মনে রাখবেন ১০ কোটি মতুয়ার আরাধ্য দেবতাকে আপনি উপহাস করেছেন। তারা কি আপনার কে ছেড়ে দেবেন! যারা তৃণমূল করে তারাও আপনাকে ছেড়ে দেবেন না। এখন হয়তো কিছু বলছে না। তারা মাল কামাচ্ছেন। সময় মতন আপনার পেছনে এমন মারবে, আপনি খালি উড়তেই থাকবেন, উড়তেই থাকবেন, নিচে নামার সময় পাবেন না।

এই দিনে সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কাউন্সিলর দেবদাস মন্ডল। তিনিও মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে বলেন, মতুয়াদের আরাধ্য দেবতাকে অপমান করেছেন। মতুয়ারা আপনাকে ক্ষমা করবে না। আগামী দিনে মতুয়া পরিবারে জন্মানো কোন কন্যা সন্তানের নাম কেউ তারা মমতা রাখবেন না। পাশাপাশি তিনি তৃণমূল নেতাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আগামী দিনে তৃণমূল নেতাদের বউ বাচ্চাদের বোরখা পড়ে ঘুরতে হবে। কারণ মুখ ঢেকে তাদের চলতে হবে। তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাসের সমালোচনা করে দেবদাস বলেন, "উনি কিছুদিন আগে বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীকে ভারতরত্ন দেওয়া উচিত। সামনের লোকসভা ভোটে তিনি টিকিট পাওয়ার লোভে এই কথা বলেছেন। কারণ যারা ভারতরত্ন পুরস্কার পান সকলেই রত্ন চোর নয়। এদিনের সভা শুরুর আগে এক বৃদ্ধা শান্তনু বাবুর কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন, তিনি অনেকদিন ধরে বার্ধক্য ভাতার টাকা পাচ্ছেন না।

এ বিষয়ে শান্তনু বাবু পরে বলেন "ওই বৃদ্ধাকে মৃত দেখিয়ে তার নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় দশ কোটি টাকা তছরূপ হয়েছে। আগামী দিনে কেন্দ্রীয় সরকার এসবের তদন্ত করবে।"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বক্তব্যের বিষয়ে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "বিজেপি নেতাদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আগামী দিনে ওদের পাগলা গারদে রাখতে হবে। কারণ সামনে পঞ্চায়েত ও লোকসভা ভোট। সংসদের জনসংযোগ নেই। ওর মতিভ্রম হয়েছে। মতুয়ারা জানেন মুখ্যমন্ত্রী তাদের জন্য কি উন্নয়ন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্প গুলি সারা বিশ্বের সমাদৃত হচ্ছে। অনুকরণ করা হচ্ছে, সে কারণেই তাকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি করেছিলাম। সমাজবিরোধীরা রাজনীতিতে এলে যে ভাষায় কথা বলে বিজেপি নেতারা সেই ভাষায় কথা বলছেন। আগামী দিনে পঞ্চায়েত ভোটে মানুষ এর জবাব দেবে।

পড়ুয়াদের স্কুল ব্যাগ প্রদান কর্মসূচী ইফকোর

নীরেশ ভৌমিক ঃ দক্ষিন ২৪ পরগণা জেলার পাথর প্রতিমা ব্লকের দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামের দরিদ্র পরিবারের পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়ালো দেশের অন্যতম সার ও কীটনাশক

প্রস্তুতকারী সংস্থা ইফকো। গত ৮ ফেব্রুয়ারি সংস্থার ফিল্ড ম্যানেজার রীতেশ ঝা'র উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোবিন্দপুর গ্রামের প্রভাষ রায় শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের ৮০ জন ছাত্র- ছাত্রীর হাত তুলে দেওয়া হয় নতুন স্কুল ব্যাগ। ব্যাগ প্রদান অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ সহ কয়েজন শিক্ষানুরাগী অভিভাবক। নতুন ব্যাগ পেয়ে স্বভাবতই খুশি বিদ্যালয়ের ছোট ছোট শিক্ষার্থীগণ। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় মানুষজন ইফকোর এই সেবামূলক কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানান।

গাড়ি আটকে রাস্তার দাবী মন্ত্রীর কাছে

প্রতিনিধি ঃ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের কনভয় থামিয়ে এলাকার বেহাল রাস্তা দেখালেন গ্রামের মহিলারা। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ ব্লকের গাড়াপোতা পঞ্চায়েতের চাঁদা জামতলা এলাকায়। মহিলাদের অভিযোগ, "গত ভোটে এলাকায় জিতেছিল বিজেপি। তাই পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার করা হচ্ছে না। প্রায় বছর পঁচিশ হলো রাস্তা বেহাল অবস্থায় রয়েছে।

স্থানীয় মহিলারা শান্তনু বাবুকে বলেন, "ভোটের আগে সব দলের নেতারা এসে প্রতিশ্রুতি দেয়। ভোট চলে গেলে কারো দেখা মেলে না। এবার ভোটের আগে রাস্তা না হলে তারা ভোট বয়কট করবেন।" শান্তনু বাবু বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করে বলেন, "এটা দুঃখজনক বনগাঁ সাব ডিভিশনে এখনো কাঁচা রাস্তা রয়েছে। দু'বছর হল আমরা সাংসদরা কোন টাকা দিতে পারিনি। এই রাস্তার জন্য আমার তহবিল থেকে আমি টাকা দেব। গ্রামবাসী পঞ্চায়েত থেকে সেই কাজ করিয়ে নেবে। প্রয়োজনে আমি তাদের সঙ্গে থাকব।"

এদিন দুপুরে শান্তনু বাবু বাগদার আউলডাঙ্গাতে বিজেপির একটি প্রতিবাদ সভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। চাঁদা জামতলা এলাকায় শতাধিক মহিলা বনগাঁ বাগদা সড়কের পাশে আগে থেকে খবর পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। হাতজোড় করে শান্তনু বাবুকে দাঁড় করান। মন্ত্রী গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে মহিলাদের সঙ্গে সেই রাস্তা ঘুরে দেখেন। এ বিষয়ে বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মধ্যক্ষ তথা তৃণমূল নেতা সৌমেন দত্ত বলেন, "পঞ্চায়েত

ভোটের আগে পরিকল্পিতভাবে এটা বিজেপির রাজনৈতিক গেম। ২০১৯-২০ সাল থেকে আমরা বিএডিপি প্রকল্পে রাস্তা তৈরীর জন্য কোন টাকা পাইনি। মোট ৮০টি রাস্তার কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। শান্তনু ঠাকুর যদি রাস্তার জন্য টাকা দেন, তা ভালো। আমাদের কাছে প্রকল্প খরচ জানতে চাইলে আমরা তৈরি করে তাকে জানাবো।

তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্মেলন

নীরেশ ভৌমিক ঃ রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষকদের অন্যতম সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির গাইঘাটা পূর্বচক্র শাখার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল চাঁদপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ে। এদিন সকালে বিদ্যালয়ের আনন্দধারা মঞ্চে সংগঠনের সদস্যগণের সমবেত কণ্ঠে উদ্বোধনী সংগীত ও পতাকা উত্তোলনের পর সম্মেলনের উদ্বোধন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোবিন্দ দাস মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন করে আয়োজিত সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ দলনেতা শ্যামল রায়, শিক্ষক সংগঠনের জেলা কমিটির সভাপতি দেবজ্যোতি ঘোষ, শিক্ষক নেতা সমীর কুন্ডু, নারায়ন চন্দ্র ঘোষ, আশিস মণ্ডল প্রমুখ। সংগঠনের গাইঘাটা পূর্ব চক্রের সভাপতি শিক্ষক নেতা স্বপন পাঠক উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

সংগঠনের সদস্যগণ উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবক, ব্যাজ ও উত্তরীয় প্রদানে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট জনেরা তাঁদের বক্তব্যে জাতির মেরুদন্ড ও শ্রেষ্ঠ সমাজ সেবি শিক্ষক- শিক্ষিকাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সদা জাগ্রত থাকার আহ্বান জানান। সংগঠনের সভাপতি দেবজ্যোতি বাবু শিক্ষক শিক্ষিকাগণের নিয়োগ, ট্রান্সফার এবং সেই সঙ্গে বকেয়া ডি.এ পাবার ব্যাপারে সকলেকে আশ্বস্ত করেন। উদ্যোক্তরা এদিন চক্রের বিভিন্ন স্কুলে নতুন যোগাদানকারী শিক্ষক- শিক্ষিকগণকে বরণ করে নেওয়া হয়। সংগঠনের উদ্যোগে বিগত বছরের মতো এবারও বার্ষিক সম্মেলনে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন বনগাঁ জে আর ধর মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ জি, পোদ্দারের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য কর্মীগণ ৫৫ জন শিক্ষক- শিক্ষিকার রক্ত সংগ্রহ করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শিক্ষক সংগঠনের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত সকল শিক্ষক শিক্ষিকাগণের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার জাতীয় রঙ্গ মহোৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ ১৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় সানাই এর সুর ও মহিলা ঢাকিদের ঢাক বাদন এর মধ্য দিয়ে মহাসমারোহে শুরু হল নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার অন্যতম নাট্যদল রবীন্দ্রনাট্য সংস্থার ১৬তম বার্ষিক নাট্য উৎসব। মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে ৪দিন ব্যাপী আয়োজিত নাট্য উৎসবের সূচনা করেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব আসামের দয়াল কৃষ্ণ নাথ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙ্গা থানার নাট্যামোদী ওসি অসীম পাল, সংস্থার ভারতীয় সচিব উদয় কুমার দাস, স্থানীয় কাউন্সিলর বাসন্তি ভৌমিক। উদ্যোক্তারা সকলকে উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। সংস্থার প্রাণপুরুষ স্বনামধন্য নাট্য পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য সমবেত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নাট্য চর্চা ও নাট্য আন্দোলনে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার নিরলস প্রয়াসকে স্বাগত জানান। ওসি অসীম পাল বলেন, সমাজে সুস্থ্য সংস্কৃতির প্রসার ঘটলে সমাজ থেকে অপসংস্কৃতি ও অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পাবে। স্থানীয় কাউন্সিলর বাসন্তী দেবী পিছিয়ে পড়া সমাজের সন্তানদের নিয়ে নাট্যচর্চায় রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা ও পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের অবদানের ভূয়ষী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে পরিবেশিত হয় আয়োজক রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা প্রযোজিত শিক্ষামূলক নাটক 'বলাই'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাহিনী অবলম্বনে প্রকৃতি পরিবেশ ও বৃক্ষকে ভালোবাসার নাটক 'বলাই' সমবেত দর্শক সাধারণকে মুগ্ধ করে। এদিনের দ্বিতীয় নাটক আসামের অভিনব থিয়েটার প্রযোজিত ও বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক দয়ালকৃষ্ণ নাথ নির্দেশিত মঞ্চ সফল নাটক 'করেয়া সচ্'। পরিবেশিত নাটকটি সমবেত দর্শক মণ্ডলীর উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

আয়োজক রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার কর্ণধার বিশ্বনাথবাবু জানান, নাট্যোৎসবে সংস্থার ৩টি নাটক সহ মোট ১১টি নাটক মঞ্চস্থ হল। নাট্য উৎসবকে ঘিরে এলেকার নাট্য প্রিয় মানুষজনের মধ্যেও বেশ উৎসব-উদ্দীপনা চোখে পড়ে।

মোবাইলের দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

নীরেশ ভৌমিক ঃ সম্প্রতি এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল চাঁদপাড়া ষ্টেশন রোডের এক মোবাইল এর দোকানে। গভীর রাতে চাঁদপাড়া ষ্টেশন রোডের স্থানীয় বাসিন্দা সুরজিৎ পোদ্দারের জাস্ট ইউ মোবাইলের দোকানে চোরেরা হানা দেয়। তালা ভাঙতে না পেরে গ্যাস কাটার দিয়ে সাটার কেটে দোকানের ভিতরে ঢুকে সিসি ক্যামেরা ভেঙ্গে কয়েক লক্ষ টাকার নতুন মোবইল, ল্যাপটপ সহ অন্যান্য সামগ্রী চুরির করে নিয়ে যায়। ষ্টেশন সংলগ্ন এলেকায় এধরনের চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক দেখা দেয়। চুরির খবর পেয়ে বনগাঁর জিআরপি ও স্থানীয়

গাইঘাটা থানার পুলিশ তদন্তে আসেন। চাঁদপাড়া ১নং রেল বাজার সমিতির সম্পাদক জয়দেব বর্ধন জানান, ইতি পূর্বেও একবার সুরজিৎ এর দোকানে চুরি হয়েছিল। জয়দেব বাবু, পুলিশ প্রশাসনকে রাতে এলাকায় টহলদারি বাড়ানোর এবং তদন্ত করে দুস্কৃতি দলকে গ্রেপ্তার করার দবি জানান।

বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে

প্রথমপাতার পর...

আইনানুগ ব্যবস্থা নিক প্রশাসন। এই বিষয়ে বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোপা রায় বলেন, আমার কাছে একটি লিখিত অভিযোগ এসেছে। যদি এমন কোন ঘটনা ঘটে থাকে দলকে জানাচ্ছি। দল অবশ্যই ব্যবস্থা নেবে।"

ভার্চুয়ালি সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান

প্রথমপাতার পর...

কল্যান আধিকারিক বিশ্বজিৎ ঘোষের সঞ্চলনায় এদিনের পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠিত হলো বনগাঁ টাউনহল ময়দানের গীতাঞ্জলি মুক্ত মঞ্চে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের পাশাপাশি বনগাঁ মহকুমায় একাধিক সরকারি পরিষেবা ভার্চুয়ালি প্রদান করলেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বনগাঁ পৌরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডে নগর স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র নির্মাণ, বনগাঁ টাউনহলের সীমানা প্রাচীর ও গ্যালারি নির্মাণ, টাউনহলে মহাশ্বেতা দেবী গ্রীনরুম সহ একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। পরে এই অনুষ্ঠান থেকে ভূমিহীনদের জমির পাট্টা বিলি, সবুজ সাথীর সাইকেল প্রদান, স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড সহ একাধিক সরকারি পরিষেবা প্রদান করা হয়।

পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি বাগদা ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিট, বয়রাতে বিশুদ্ধ পানীয় জল সম্প্রসারণ উদ্বোধন, বাগদা কৃষক বাজারে ৩৫টি নতুন দোকানের উদ্বোধন করেন। পরে বাগদা বিডিও অফিস থেকে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজ সাথী, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, তপশিলী বন্ধ, জয় জহর, কৃষক বন্ধু সহ একাধিক প্রকল্পের পরিষেবা প্রদান বিষয়ে নিশ্চিত করেন।

মিলন সংঘের ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন গাইঘাটা

নীরেশ ভৌমিক ঃ প্রয়াত ফুটবল প্রেমী বিপিন বিহারী সানা ও জগদীশ চন্দ্র বিশ্বাসের স্মরণে চাঁদপাড়ার ঐতিহ্যবাহী মিলন সংঘ আয়োজন করে ৪ দলীয় আকর্ষনীয় ডেটারেন্স ফুটবল টুর্নামেন্ট। গত ১৩ ফেব্রয়ারি সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করে ৩ দিন ব্যাপী আয়োজিত টুর্নামেন্টের সূচনা করেন গাইঘাটা

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোবিন্দ দাস। প্রথম সেমিফাইনালে ওপার বাংলার খুলনার সাবেক খেলোয়াড় সংঘকে পরাস্ত করে ফাইনালে ওঠে নদীয়ার ফুলিয়া ডেটারেন্স টিম। এরপর দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নিউব্যারাকপুর মর্নিং সেন্টারকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে গাইঘাটা ফুটবল কোচিং সেন্টার। ১৬ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে মিলন সংঘ ময়দানে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় নির্ধারিত সময়ে ফুলিয়া ডেটারেন্স টিমকে পরাস্ত করে টুর্নামেন্টের সেবার শিরোপা অর্জন করে গাইঘাটা ফুটবল কোচিং সেন্টার। বিজিত ও বিজয়ী দলের অধিনায়কের হাতে জগদীশ চন্দ্র বিশ্বাস স্মৃতি রানাস ট্রফি ও চ্যাম্পিয়ান টিমকে বিপীন বিহারী সানা উইনার্সট্রফি ও নগদ ১০ হাজার ও ৭ হাজার টাকা তুলে দেয় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এছাড়া সেরা গোলরক্ষক ও ম্যান অফ দ্য ম্যাচকেও বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। খেলার মাঠে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস, উপপ্রধান মণিমালা বিশ্বাস, জেলা পরিষদ সদস্য নিত্যানন্দ রায় (সুভাষ), ক্রীড়া সংগঠক মনিভূষণ দাস, রাখাল বণিক, রেবতী বিশ্বাস, মিলন সংঘের সভাপতি ক্রীড়া প্রেমী নির্মল কান্তি বিশ্বাস, নলিনীরঞ্জন সানা প্রমুখ।

বাঁশের ভারা ভেঙে পড়ে মৃত্যু রংমিস্ত্রির, এলাকায় উত্তেজনা

প্রতিনিধি ঃ ঘরের রঙের কাজ করতে গিয়ে বাঁশের ভারা ভেঙে পড়ে গিয়ে রংমিস্ত্রির মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ালো। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার শিমুলতলা এলাকায়।

মৃত রংমিস্ত্রি বনগাঁ ভবানীপুরের বাসিন্দা। নাম শ্যামল বিশ্বাস। ঘটনার পর তাকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, "শ্যামল বাবু হঠাৎ কাজ করার সময় উপর থেকে পড়ে যায়। গুরুতর অবস্থায় পড়ে থাকলেও তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৎপরতা দেখায়নি বাড়ির মালিক মন্টু দাস।

ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা তুলে মন্টু দাসের বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে ক্ষোভ দেখাতে থাকে। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

বাণী বিদ্যাবীথি প্রাথমিক বিভাগের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৪ ফেব্রুয়ারি সমারোহে আনুষ্ঠিত হয় চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

এদিন সকালে বিদ্যালয় অঙ্গনে আয়োজিত ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগি কুমারেশ সাহা, শুকদেব সাহা, সাংবাদিক সরোজ চক্রবর্তী, গাইঘাটা ব্লকের জয়েন্ট বিডিও কার্তিক রায় প্রমুখ, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলীপ ভট্টাচার্য সকলকে স্বাগত জানান। শিক্ষিকগণ উপস্থিত বিশিষ্টজনদের বরণ করে নেন। বিশিষ্টজনেরা তাঁদের বক্তব্যে লেখাপড়ার সাথে-সাথে শিক্ষার্থীদের শরীরচর্চা ও খেলা ধুলোর প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। বিদ্যালয় অঙ্গনে ছোট- ছোট পড়ুয়ারা দৌড়, অংক দৌড়, শাটল রেস, থ্রোয়িং দ্য বল এবং ক্যাট রেস ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে। সকলের জন্য যেমন খুশি সাজো এবং অভিভাবকদের পাসিং দ্য বল প্রতিযোগিতা বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। প্রতিযোগীণের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবকগণ।

এদিনের ক্রীড়ানুষ্ঠানকে সার্থক করে তুলতে শিক্ষক অলক দাস, সন্তু চক্রবর্তী ও শতদল দেবের পাশাপাশি ক্রীড়া সংগঠকগন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। সকলের আন্তরিক প্রয়াসে শিশু শিক্ষালয় আয়োজিত এদিনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৩ সার্থকতা লাভ করে। ক্রীড়া সংগঠক প্রভাষ বিশ্বাস, অলক রায়, শচীন ঢালি প্রমুখ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

শিক্ষার প্রসারে স্বপ্নসাথীর উদ্যোগ

নীরেশ ভৌমিক ঃ সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষজনের সেবায় বছরভর নানা সেবামূলক কাজকর্ম করে থাকে জেলার অন্যতম স্বেচ্ছাসেবি সংগঠন হাবড়া স্বপ্নসাথী ফাউণ্ডেশনের সদস্যগণ। সম্প্রতি গাইঘাটায়

দুঃস্থ পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় চালু করেছে স্বপ্নসাথীর সদস্যরা। ইতিমধ্যে সেখানে ১০০ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। তাদের সকলের খাবার ও পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছে স্বপ্নসাথী।

শুধু লেখা-পড়াই নয়, পড়ুয়াদের অন্যান্য সুপ্ত গুণাবলীর বিকাশ সাধনের জন্য অংকন, খেলাধুলো ও নাট্যাভিনয় শেখার ব্যবস্থা রয়েছে। ভবিষ্যতে এই সমস্ত ছেলে মেয়েরা ভবিষ্যতে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারে। পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারে সেই প্রয়াসই চালিয়ে যাচ্ছে স্বপ্নসাথীর সদস্যরা।

স্বপ্নসাথী ফাউণ্ডেশনের অন্যতম কর্ণধার শিক্ষক সৌরভ দাস বলেন, বিদ্যালয়ের এই ছোট ছোট পড়ুয়ারা যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অন্যান্য পরিবারের ছেলে মেয়েদের মতো সমাজের কারিগর হয়ে উঠবে, নিজ নিজ পরিবারের স্বপ্নপূরণ করবে তবেই স্বপ্নসাথীর প্রয়াস সার্থক হয়ে উঠবে। সকলের সহযোগিতাই আমাদের পাথেয়।

HALL MARK
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-র
পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর আমন্ত্রণ।

বিশ্বস্ততার আর এক নাম নিউ পি সি জুয়েলার্স

- নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য ২৫০০/- টাকার সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
- আমাদের শোরুমে আছে হালকা ও ভারি আধুনিক ডিজাইনের গহনার সম্ভার।
- আমাদের মজুরী সবার থেকে কম।
- পুরনো সোনার পরিবর্তে হলমার্কযুক্ত সোনার গহনা পাওয়া যায়।
- এছাড়া প্রতিটি কেনাকাটায় পাচ্ছেন নিউ পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher
- জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরির জন্য যোগাযোগ করুন।
- সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরির জন্য পুরুষ ও মহিলারা যোগাযোগ করুন (বন্দুক সহ ও খালি হাতে— উভয়ের জন্য)।
- Employee দের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।

দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স-এ এসে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স — বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ — বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি — মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।

UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST
Tapabrata Sen
Proprietor
LOGISTICS
7501855980 / 7001727350
futureindialogistics@yahoo.com
Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235
TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Sub- Editor- Haridas Golder** **Editor- Utpal Mallick**